

তাজউদ্দীন আহমদ লিখিত ডায়েরি

✓ 30.1.48 Rise 7 Am. Study 7-30 Am. to 10 Am.
— no study afterwards.

// At 1 pm. Kaimuddin Sb sent a slip for
20/- — gave a cheque of 20/-

At 4-45 pm. went out with Fazlur Rahman
& Habibullah — halted in League office — Mujib
Shawkat & Kalam, Nurul Huda were present — Came
out at 5-30 pm — Fazlur Rahman & Habibullah gone
— With Nazrat Ali — came to Dr. Karim — remained

here upto 7 pm — Came to Basimuddin at 7-15 pm.

— he did not take the copy.
Came to Mr. Shahjahan's house at 7-45 pm.
to meet Kaimuddin Sb. — Jalil was there

✗ Sad day. (Friday) — Sad news.

Just at 8 pm Jalil told me that Gandhiji
was shot dead — I could not believe —
Mr. Shahjahan corroborated — I was puzzled
and for about 3 minutes I remained nervous
— at the first utterance of news a peculiar
harsh cry like voice came out of my voice
— Kaimuddin Sb came down at 8-20 pm —
he was very much upset.

At 8-30 pm — came out from Mujib's building —
— heard the news of Radio at Becharan's Dewry with
my own ears — came to J. H. Hall at 9 pm.
x then to Dacca Hall — heard Pandit Nehru's
speech and that of Sardar Patel from 9-30 pm to
10 pm — Came back at 11 pm.

Bed at 12 pm.

✓ Health normal.

For the first time I got shocked from human
death which I always take for a very usual
thing to happen.

Mahatma Gandhi - born at
Porbandar, Kathiwar, on 2nd October
1869 - died at Birlabhaban, New
Delhi, on 30th January, 1948 at
5-40 pm (I.S.T.) from assailant's bullet
shot. - He was 78 years 3 months 28 days

Gandhiji was as usual proceeding
towards the dias of his evening prayer
meeting at 5-10 pm (I.S.T.) when one
man stood up and shot 3 round pistol
bullet one penetrating mahatma's chest
and two others his abdomen - he fell senseless
- Mannu Gandhi and Jyoti Gandhi supported
him - he was profusely bleeding - after
30 minutes he breathed his last in Birla
Bhaban

The Assailant was immediately caught
by the audience - His name is
Nathuram Vinayak Godse - he is a
Bhimray Marathe - Editor of Hindu Post

It is to be remembered that only
on 20th January, 10 days before, one man
threw Bomb towards Gandhiji while he
was addressing the gathering of his prayer
meeting in the evening - But that time he
escaped.

To me death is a common and natural
thing - I never mourn for anybody's death.
I remember the death of my elder brother which
took place in 1944 - I was absent during his
death - but I could not find any reason why
I should be sorry for him.

I remember the death of my own father only one year before — a few days to complete the year. — I was at Calcutta during his death in spite of his will — mourning was completely absent in me — I only felt the burden of the family for the first time — I remember that I took 4 papatas and a complete full cup of meat just about after 15 minutes of the receipt of ~~my~~ the news of my father's demise and I also remember how I slept a sound sleep at the next night of my father's death in the very place where he laboured his last.

But the case is different with me at the death of Gandhiji. I wanted to shake off the melancholy in me as weakness. I took my night meal at 12 pm in spite of my ill. But I could not sleep well against my will. While I was awake I was in Gandhiji's sleep. When I was caught me due to blindness it took me to Gandhiji.

In the past the same I spoke against this great soul for political achievement though not from conviction. To strengthen Muslim League was to weaken Congress; and the best way of weakening Congress was to belittle Mahatma Gandhi, the very soul of the great organization. This was the only explanation of my conduct.

31.1.48 Rise 8 Am. No. Study

Attended the Condolence meeting at the University premises -- Began under presidency of Dr. Hasrat at 12-30 pm -- dissolved at 2 pm -- Messrs. Dr. M. Hosain, Dr. S. Hosain, Kazi Motahar Hosain, Prof. Mujibur Rahman Choudhury, B.A. Siddiqui & others spoke.

At 2-30 pm. went to Railway station to get news papers -- People were pushing for paper in such a way not to be seen even in the 3rd class Booking office of the Cinema Halls of Dacca -- Man upon man.

straggling the one, suffocating the other and trampling yet another was rushing forward to get at least a scrap of paper where in lay the news of their hitherto impelt beloved friend -- I never saw such a crowd aiming at getting something -- I remember the demand and high price of papers which published the sad demise of the great poet Rabindranath -- yet a then a full paper was got at paying -- but this time we paid & then shared the scraps -- such was the demand -- within 1 hour no paper was available -- people were searching and waiting for paper as if mail has had to arrive still.

At 3-30 pm. went to Nazim Library -- heard the Cremation Ceremony of the great sage over A.S.R. up to 6-45 pm. -- Back to mess at 7-30 pm. Bed at 10 pm.

Whole City observed Hartal -- an unprecedented scene for Dacca. City procession / Condolence procession went out from Victoria Park -- met in a Condolence meeting at Coronation Park under presidency of Srish Chatterjee at 5 pm. -- silent prayer & no speech.

✓



Sun declined and the
Beacon Light of humanity declined too.

Is it darkness then? - Light and
darkness, darkness and light, night
comes after day and day chases the night,
clouds and then sunshine, Calamitous
new moon and then delightful ~~new~~ full
moon, despair finds expression in hope,
troubles present passes into forgetful
past and ~~uncertain future~~ sceptic
future ^{comes} on to present with fruition
of hope - and so goes the world.

The man whom we mourn today was one
who travelled his long way through
darkness to light. Sometimes even he
had to hove in the darkness for light.
He searched for light and lo! he himself
was a light. A light can't be destroyed.

It may be far from us. What of that!
The pole star though unimaginably distant
from us is always and the only guide
for the people of ages in the dark arctic
region. Every twinkle of its small eyes
is a guidance for us. Let us take
the guidance of our Pole Star
of the ages and follow the footprint
he left behind in addition. Amen!

At 11-45 Am. (D.S.T.) Mahatmas body was taken out from Birla Shaban in procession. The cortege was carried by military personnel because the funeral was declared a 'State funeral'. At 4-30 pm. the Bier reached Rajghat on Gurgaon. At 4-30 pm. the body was placed on the pyre with head to the north. Devadas Gandhi placed over his body a pile of sandal wood. Ramdas Gandhi lit the pyre at 4-55 pm. (D.S.T.). At 5 pm. Mahatma's remains became ashes. Pandit Ramdhan Sharma read mantras over Mahatma.

Pyre was provided with 15 mds of sandal wood, 4 mds of ghee, 2 mds of incense, 1 md. Coconut and 15 pels camphor.

I am luxurious in one thing though it is insignificant, that is in dressing hair. Today I could not take bath nor did I care for hair dressing for 48 hours. I remember one day Mr. Waseque rebuked me for using snow on 10th ~~th~~ th Muharram. That day I said I did not believe in that sort of expression of grief. But this time I had abandoned it for two days from inner urge and out of forgetfulness.

৩০ জানুয়ারি '৪৮, শুক্রবার

সকাল ৭টায় ঘুম থেকে উঠে ১০টা পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম। তারপর আর কোন পড়াশোনা হয়নি।

১টার সময়ে নাসিমউদ্দীন সাহেবের একটি স্লিপ পেলাম। তিনি ২০টি টাকা চেয়েছেন। তাঁর জন্য ২০ টাকার একটি চেক দিয়েছি।

পৌনে পাঁচটায় ফজলুর রহমান এবং হাবিবুল্লাহকে সঙ্গে করে বের হলাম। লীগ অফিসে কিছুক্ষণ থেমেছি। মুজিব, শওকত, কালু, নূরুল হুদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ৫-৩০ মিনিটে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। সেখানে ৭টা পর্যন্ত ছিলাম। সেখানে থেকে সন্ধ্যা ৭টা ১৯ মিনিটে বসিরউদ্দীনের কাছে গেলাম। তার কাছ থেকে লেখার কপি নিলাম না।

সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটে কামরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে ক্যাপ্টেন শাহজাহান সাহেবের বাসায় এলাম। সেখানে জলিলকেও দেখলাম।

আহা কি দুঃখের দিন। (শুক্রবার) : 'স্যাড নিউজ : বিষাদের বার্তা।

ঠিক রাত ৮ টার সময়ে জলিল আমায় বলল : গান্ধীজীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

আমি এ কথা কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু শাহজাহান সাহেবও এই খবর ঠিক বলে বললেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। প্রায় ৩ মিনিট আমার স্নায়ুগুলি যেন বিবশ হয়ে রইল। খবরটা শুনে আমার কণ্ঠ থেকে কেবল একটা চীৎকার-ধ্বনি বেরিয়ে এল। ৮-২০ মিনিটে কামরুদ্দীন সাহেব নিচে নেমে এলেন। তিনি ভয়ানকভাবে বিমূঢ় হয়ে গেছেন।

রাত সাড়ে ৮টায় নূরজাহান বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলাম। বেচারাম দেউরীতে রেডিওতে নিজের কানে সেই খবর শুনলাম। রাত ৯টায় ফজলুল হক হলে এলাম। সেখান থেকে ঢাকা হলে গেলাম। সেখানে ৯-৩০ মিনিট থেকে ১০টা পর্যন্ত রেডিওতে পণ্ডিত নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেলের ভাষণ শুনলাম। বাসায় ফিরলাম রাত ১১টায়। বিছানায় যখন গেলাম, তখন রাত ১২টা।

আবহাওয়া স্বাভাবিক।

মৃত্যু : আমি জীবনে এই প্রথম মৃত্যুর আঘাত পেলাম। মানুষের মৃত্যুর আঘাত। অথচ মানুষের মৃত্যুকে আমি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করি।

মহাত্মা গান্ধী : কাথিওয়ারের পোড়া বন্দরে জন্মগ্রহণ। অক্টোবরের ২ তারিখ : ১৮৬৯ সাল। মৃত্যু : বিরলা ভবন : নয়াদিল্লী। ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮ সাল। সময় ৫-৪০ মিনিট, অপরাহ্ন (আই.এস.টি.) : হত্যাকারীর বুলেট বর্ষণে মৃত্যু। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর ৩ মাস ২৮ দিন।

গান্ধীজী অন্যান্য দিনের মত ৫-১০ মিনিটে (আই.এস.টি.) তাঁর প্রার্থনা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। একটি লোক উঠে দাঁড়াল। সে পিস্তলের ৩টা গুলি করল। একটা গুলি মহাত্মার বুক ভেদ করে গেল। আর দু'টো তাঁর তল পেটে বিদ্ধ হয়েছে। তাঁর নিদারুণ রক্তপাত ঘটেছে। ৩০ মিনিট পরেই মহাত্মা গান্ধী বিরলা ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হত্যাকারীকে জনতা সাথে সাথেই ধরে ফেলেছে। তার নাম নাথুরাম গডসে। সে বম্বের লোক। একজন মারাঠী। 'হিন্দু রস্ট্র' পত্রিকার সম্পাদক।

একথা স্মরণ করতে হয় যে, মাত্র ১০ দিন আগে ২০ জানুয়ারি একটা লোক গান্ধীজী যখন তাঁর সাক্ষ্য প্রার্থনায় ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। কিন্তু সে লোকটা গুলি করেও পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

আমার কাছে মৃত্যু একটা সাধারণ ব্যাপার, স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি কারোর মৃত্যুতে কোনদিন শোক প্রকাশ করিনি। আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যুর কথা আমার এখনো স্মরণ আছে। ১৯৪৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্য আমার মনে কোন দুঃখবোধ জাগেনি। তেমন দুঃখবোধের কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

আমার বাবার মৃত্যুর কথাও আমার মনে আছে। মাত্র এক বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বছরটা শেষ হতে আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি। তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমি কলকাতায় ছিলাম-তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাঁর মৃত্যুতেও আমার মনের মধ্যে কোন দুঃখ জাগেনি। তাঁর মৃত্যুতে কেবল কাঁধের উপর পারিবারিক বোঝার ভারটা যেন জীবনে প্রথম বারের জন্য বোধ করলাম।

আমার মনে আছে, বাবার মৃত্যুর খবর শোনার মাত্র ১৫ মিনিট পরেই আমি ৪টা পরাটা এবং এক বাটি মাংশ খেয়েছিলাম। আমার তো এ কথাও মনে আছে, তার পরের রাতে, যে বিছানাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেই বিছানাতে আমি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিলাম।

কিন্তু গান্ধীজীর মৃত্যুতে আমি তেমনটি হতে পারছি না কেন ? আমি আমার মনের বিশ্বাসকে দুর্বলতা ভেবে ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম। অনিচ্ছা নিয়ে আমি রাত বারটায় রাতের খাওয়া খেললাম। আমি ঘুমাতে চাইলাম। কিন্তু তবু তো আমি ঘুমাতে পারলাম না। জাগ্রত অবস্থাতে গান্ধীজী আমাকে আপুত করে রাখলেন। স্নায়ু বিবশ হল। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম। কিন্তু সে তন্দ্রার মধ্যেও তো গান্ধীজী আমাকে আপুত করে রাখলেন।

আর বিগত দিনে এই আমিই তো এই মহৎ আত্মার বিরুদ্ধে কত কথা বলেছি। বাক্য উচ্চারণ করেছি। অন্তরের বিশ্বাস থেকে নয়। রাজনীতি থেকে। কারণ মুসলিম লীগের শক্তি তো কংগ্রেসের দুর্বলতায় এবং তাই মনে করেছি কংগ্রেসকে দুর্বল করার বড় উপায় হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীকে অবনত করা। তাঁকে ক্ষুদ্র করা। কারণ এই বৃহৎ সংগঠনের তিনিই তো আত্মা স্বরূপ। এই হচ্ছে আমার বিগত দিনের এমন আচরণের “একমাত্র ব্যাখ্যা”।

৩১ জানুয়ারি '৪৮, শনিবার

সকাল ৮টায় ঘুম থেকে উঠলাম। কোন পড়াশোনা হল না।

ইউনিভার্সিটি চত্বরে শোক সভায় গেলাম। ১২-৩০ মিনিটে ড. এম. হাসানের সভাপতিত্বে সভা শুরু হল। শেষ হল ২টায়। যারা বক্তৃতা করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন : ড. এম. হোসেন, ড. এস. এম. হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রফেসর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, বি. এ. সিদ্দিকী। এ ছাড়াও অন্যান্য বক্তা ছিলেন।

২-৩০ মিনিটে রেল স্টেশনে গেলাম খবরের কাগজের জন্য। লোকে খবরের কাগজের জন্য এমনভাবে দৌড়াচ্ছে, ভিড় করছে যে, সে ভিড় ঢাকার সিনেমা হলের থার্ড ক্লাসের কাউন্টারের ভিড়কে ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের উপর মানুষ ছমড়ি খেয়ে পড়ছে। একজন আর একজনকে চেপে ধরছে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। একের পায়ের নিচে অপরে চাপা পড়ছে। একজনকে মাড়িয়ে আর একজন চেপ্টা করছে খবরের কাগজের একটু টুকরাও পেতে পারে কিনা। সেখানে যদি পাওয়া যায় এই লোকটির খবর! লোকটিকে এতদিন কি তারা এমনভাবে সত্যই ভালোবেসেছিল ? কোন কিছু পাওয়ার জন্য মানুষের এমন

ভিড় আমি জীবনে আর দেখিনি। কি নিদারুণ চাহিদা কাগজের। আর কাগজের কি দাম!

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিনের সংবাদপত্রের চাহিদা আর মূল্যের স্মৃতি আমার আছে। যে কাগজে সে দিনের মর্মান্তিক খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল, তখন পয়সা দিয়ে তার একটা পুরো কাগজ আমরা কিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ পুরো কাগজ নয়। একজন আর একজনের সঙ্গে ভাগ করে কিনছে খবরের কাগজ। এমনি তার চাহিদা। এক ঘন্টার মধ্যে কাগজ সব শেষ হয়ে গেল। কোন কাগজ আর পাওয়া গেল না। তবু লোকের ভিড় কমল না। তারা অপেক্ষা করতে লাগল যেন আবার ট্রেনে কাগজ আসবে। তারই জন্য অপেক্ষা।

৩-৩০ মিনিটে নাজির লাইব্রেরিতে গেলাম। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রয়াত মহর্ষির শেষকৃত্যের ধারা বিবরণী ৬-১৫ মিনিট পর্যন্ত শুনলাম। সাড়ে সাতটায় মেসে ফিরে এলাম। ১০টায় বিছানায় গেলাম।

সমস্ত শহরে হরতাল হয়েছে। ঢাকার জন্য এ দৃশ্য অভাবিত। ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে শোক মিছিল বেরুল। ৫টায় শ্রীশ চাটার্জীর সভাপতিত্বে করনেশন পার্কে শোক সভা এবং মৌন প্রার্থনা হল। কোন বক্তৃতা নয়।

সূর্য অস্তমিত হল এবং অস্তমিত হল মানবতার পথের দিশারী আলোকবর্তিকা। তাহলে কি অন্ধকার নেমে এল। আলো এবং অন্ধকার। অন্ধকার এবং আলো। দিনের পরে তো রাত্রির আগমন এবং দিনের আগমানে নিশার অপসারণ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। তারপরে তো সূর্যের কিরণ। ক্ষীণতনু নতুন চন্দ্র। কিন্তু তারপরে তো আনন্দময় পূর্ণ চন্দ্রের আবির্ভাব। হতাশার শেষ তো আশাতে। সংকটময় মুহূর্তে তো তিরোহিত হয় বিস্মৃত অতীতে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের সৃষ্টিতে রূপায়িত হয়। জগৎ তো থেমে থাকে না। অনির্বীর তার এই চক্র।

যে মানুষটির শোকে আজ আমরা মুহ্যমান, সে লোকটি তো অন্ধকারের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আলোতে পৌঁছেছিলেন। তাঁকেও তো অন্ধকারে আলোর অন্বেষণে উদ্ভিগ্ন হতে হয়েছে। অথচ কি বিস্ময়! তিনি নিজেই তো ছিলেন একটি আলোকবর্তিকা। আলোককে কি তুমি ধ্বংস করতে পার? আলোর কণিকা আমাদের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থিত হতে পারে। কিন্তু তাতে কি?

ঋুবতারার দূরত্ব অকল্পনীয় । কিন্তু বিজন মেরুতে অভিযানকারীর সেইই তো একমাত্র দিক নির্ধারক । যুগ থেকে যুগে । তার চোখের ক্ষুদ্র কল্পনাটিও আমাদের পথের দিশা প্রদান করে । তাহলে বেদনা কেন ? বহু যুগের এই ঋুবতারার কাছ থেকে আমরা নির্দেশ গ্রহণ করব । তাঁর ফেলে যাওয়া পায়ের চিহ্ন ধরে আমরা অগ্রসর হব । তিনি শান্তি লাভ করুন । ‘আমিন’!

সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে, (আই.এস.টি.) মহাত্মার মরদেহকে বিরলা ভবন থেকে শোভাযাত্রা করে বহন করে আনা হল । শবাধারটি বহন করেছে সামরিক বাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ । কারণ ভারত মহাত্মার শেষকৃত্যকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বলে ঘোষণা করেছেন ।

৪-২০ মিনিটে শবাধার যমুনার তীরে রাজঘাটে এসে পৌছল । ৪-৩০-এ দেহটিকে চিতায় শায়িত করা হল । উত্তর দিকে রক্ষিত হল তার শিরদেশ । দেবদাস গান্ধি দেহটির ওপর চন্দন কাঠের একটি স্তম্ভকে স্থাপন করলেন । বিকেল ৪-৫৫ মিনিটে (আই.এস.টি.) রামদাস গান্ধী চিতায় অগ্নি সংযোগ করলেন । ৫ টার মধ্যে মহাত্মার দেহ ভস্মে রূপান্তরিত হয়ে গেল । মহাত্মার শিয়রে পন্ডিত রামদাস শর্মা মন্ত্র পাঠ করলেন ।

মহাত্মার চিতায় ১৫ মণ চন্দন কাঠ, ৪ মণ ঘি, ২ মণ সুগন্ধী, ১মণ নারকেল এবং ১৫ সের কর্পূরের সমাহার ঘটেছিল ।

আমার আর কিছু না থাক চুল আঁচড়াবার বিলাস আছে । হোক সামান্য । তবু তো বিলাস । আজ কিন্তু সেটুকুও আর রইল না । আজ আর আমার গোসল হল না । ৪৮ ঘন্টা ধরে আমার কেশবিন্যাসও ঘটল না । আমার মনে আছে, একবার ১০ই মহররমে মুখে স্নো মেখেছিলাম বলে ওয়াসেক সাহেব মুসলিম লীগ অফিসে আমাকে তিরস্কার করেছিলেন । সে দিন আমি জবাব দিয়ে বলেছিলাম : দুগুণের এমন প্রকাশে আমি বিশ্বাসী নই । কিন্তু সেই আমিই গত দু’দিন ধরে আমার কেশ বিন্যাসকে পরিত্যাগ করেছি । অন্তরের এক তাগিদে, বিস্মৃতির এক অপরিহার্যতায় ।